দৈনিক সংবাদ

7

তারিখ 10 SEP 1988
পৃষ্ঠা 8 কলাম 1

সাক্ষরতা দিবসের ভাবনা

গত ৮ই সেপ্টেম্বর ছিল আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস। জাতিসংঘ এই দিনটিকে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ঘোষণা করার পর প্রতি বছর এই দিনটি বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পালিত হয়ে আসছে।

প্রতি বছরই এই দিনটি পালন উপলক্ষে আমাদের দেশে বিভিন্ন সভা-সেমিনারের আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান যারা সাক্ষরতা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত তারা পূর্ববর্তী বছরে তাদের কাজের অগ্রগতি কিংবা কীভাবে সাক্ষরতা কর্মসূচী এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন নিজেদের অভিজ্ঞতার আলোকে তা সুপারিশ করেন এবং কর্মসূচীর রূপরেখা নিয়ে আলোচনা করেন।

স্বনির্ভর বাংলাদেশসহ বেশ কয়েকটি সংস্থা আমাদের দেশে সাক্ষরতা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত আছে। এদের প্রধান কাজ নিরক্ষর বয়স্ক লোকদের শিক্ষাদান, তাদের শিক্ষা গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ।

সাক্ষরতার প্রধান দিক হল দেশের জনগণকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থার সম্প্রসারণ। দেশের নিরক্ষরতার হার কমিয়ে আনা এবং শিক্ষিতদের হার বৃদ্ধি।

বাংলাদেশে বর্তমানে শিক্ষার হার শতকরা ২৬ ভাগ। কোনমতে নাম সই করতে পারে এবং বই পড়তে পারে কিন্তু পঠিত বিষয় সম্যক হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, এ ধরনের লোকদের হিসাবের মধ্যে ধরেই এই শিক্ষিতের হার নির্ধারণ করা হয়েছে।

কিন্তু বই পড়তে পারে এবং পঠিত বিষয় বুঝতে পারে এ ধরনের লোকদেরই শুধু শিক্ষিতের মধ্যে গণ্য করলে প্রকৃত শিক্ষার হার শতকরা ২০ ভাগের বেশী দাঁড়াবে না। যারা কোনমতে নাম সই করতে পারে কিম্বা বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচীর অধীনে শিক্ষা নিয়েছে, দেখা গেছে পরবর্তী সময়ে তারা চর্চার অভাবে পুনরায় নিরক্ষরের স্তরে নেমে গেছে।

বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রে নানা কারণে শিক্ষিত বয়স্কদের বিদ্যাচর্চা অব্যাহত না রাখার ফলেই বয়স্ক শিক্ষা দ্বারা নিরক্ষরতার হার কমানো কোন স্থায়ী ফল রাখতে পারছে না।

এদিকে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারও খুব ধীরে হচ্ছে। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে শিক্ষাদানের অনুপাত পর্যন্ত বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে না। এ কারণে সংখ্যাগত হিসাবে নিরক্ষর লোকের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। বাংলাদেশে এখন প্রায় আট কোটি লোক অশিক্ষিত। এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, ১৯৬০ সালে এমনকি ১৯৭০ সালে বাংলাদেশের লোকসংখ্যা যা ছিল, তার চেয়েও বেশি লোক এখন আমাদের দেশে নিরক্ষর।

সাক্ষরতা আন্দোলনকে সফল করতে হলে, এই সত্যকে মনে রেখে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। বর্তমানে বাংলাদেশে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪৩ হাজার ৬শ'র মত। এর বাইরে অল্প কিছু বেসরকারী প্রাথমিক স্কুল আছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা দাঁড়াবে এক কোটি আট লাখের মত। স্কুলে গমনোপযোগী শিশুদের শতকরা ৪০ ভাগ স্কুলে যায় না। যারা স্কুলে যায় তাদের একটা অংশ এক বছর দু'বছরের মধ্যেই স্কুল ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। সে হিসাবে দেখলে শতকরা ৬০ ভাগ শিশুই প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত।

প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা এবং দারিদ্র্যজনিত কারণে স্কুলে না যাওয়া কিংবা স্কুল ছাড়ার বিষয়টি মোকাবেলা করেই সাক্ষরতা আন্দোলন এগিয়ে নেওয়া তথা নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযান সফল করা সম্ভব।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রদের আকৃষ্ট করার ব্যাপারে আরও একটি বিষয়ের প্রতি নজর দিতে হবে, তা হল প্রতি গ্রামে একটি স্কুল স্থাপন। অনেক গ্রামে কোন প্রাথমিক স্কুল নেই। বাংলাদেশ সাক্ষরতা সমিতির প্রতিষ্ঠাতা মহাসচিব অধ্যাপক মোঃ ওসমান গনি সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে বলেছেন যে, বাংলাদেশে ৩২ হাজার গ্রামে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই।

বাংলাদেশের গ্রামের সংখ্যা ৬৮ হাজার বলে উল্লেখ করা হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, দেশের প্রায় অর্ধেকসংখ্যক গ্রাম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানশূন্য।

সুতরাং স্কুলে না যাওয়ার আরও একটি কারণ রয়েছে। তা হল কোন স্কুল না থাকায় অনেক শিশু শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে না।

দেশে শিক্ষার অগ্রগতির জন্য এই মুহূর্তে কমপক্ষে আরও ৪০ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন প্রয়োজন বলে বিভিন্ন সভা-সেমিনারে শিক্ষক-বুদ্ধিজীবীরা দাবী জানিয়ে আসছিলেন। এই দাবী খণ্ডন করা সম্ভব নয়। তাই যখনই শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে কোন কথা উঠেছে তখনই বলা হয়েছে আগের তুলনায় শিক্ষাখাতে কী বিপুল পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে।

মোট জাতীয় আয়ের কত অংশ তা না বলে টাকার অঙ্কে শিক্ষাখাতে বরাদ্দের কথা বলে মূল সমস্যা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা হয়েছে এভাবে। শিক্ষাখাতে জাতীয় আয়ের সাত শতাংশ বরাদ্দের কথা জাতিসংঘের রিপোর্টে সুপারিশ করা হলেও, বাংলাদেশে তার পরিমাণ মাত্র ৩ শতাংশ।

ফলে প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি। বিদ্যমান বিদ্যালয়গুলোতেও বহু শিক্ষকের পদ খালি পড়ে আছে। অনেক বিদ্যালয়ে চাল আছে তো বেড়া নেই, আসবাবপত্র শিক্ষার সাজসরঞ্জাম প্রভৃতির কথা না বলাই ভাল। নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং তার জন্য শিক্ষক নিয়োগের প্রশ্ন সেখানে উঠতেই পারে না।

যেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষাব্যবস্থার হাল এই সেখানে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে গ্রামে গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন সর্বপ্রথম প্রয়োজন। এই কাজটি না করে শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিকভাবে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালন, কয়েকশ' বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনা করেই দু'হাজার সাল নাগাদ সবার জন্য শিক্ষার লক্ষ্য পূরণ দূরে থাক, তার অর্ধেক হার অর্জনও সম্ভবপর নয়।